সংবাদ

৭.৫.৮০

৬৩৪ 084

প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

ঢাকা জেলার বিভিন্ন থানার প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য ১৯৭৮ সালে একটি প্যানেল তৈরী করা হয়েছিল; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই হঠাৎ করে উক্ত প্যানেললিষ্টখানা বাতিল করে দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে গত ১৯৮০ সনের নভেম্বর মাসে নরসিংদী মহকুমার বিভিন্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য পরীক্ষা নেয়ার তারিখ ঠিক করা হয় এবং যথারীতি মহিলা প্রার্থী ও পুরুষ প্রার্থিগণ পরীক্ষা দেয়ার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হয়। পরীক্ষা শুরু হওয়ার দশ মিনিট পূর্বে শিক্ষক নিয়োগ কমিটি পরীক্ষার্থীদেরকে মৌখিক ভাবে জানিয়ে দেন যে, আজ পরীক্ষা হবে না পরবর্তীতে তারিখ জানানো হবে। সে মোতাবেক গত ২৬শে এপ্রিল পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ঐদিন পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ফলে প্রায় ১২শ' মহিলা ও পুরুষ পরীক্ষার্থীকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পরে গত ২৭শে এপ্রিল নরসিংদী মহকুমায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে সমস্ত প্রার্থী পি, টি, আই পাস তাদেরকে কেন পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে? কারণ পি, টি, আই পড়ানো হয় শুধু শিক্ষকতা করার জন্যই এবং তাদেরকে পি, টি, আই, পড়ার সময়ও পরীক্ষা দিতে হয়।

কাজেই আমাদের আবেদন পি, টি, আই, পাস পুরুষ শিক্ষকও যেন নিয়োগ করা হয়।

—মোঃ গয়েছ আলী মাষ্টার
(মুক্তিযোদ্ধা)
রায়পুরা, ঢাকা।